প্রথম আলো

তারিখ 25 NOV 2015
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সহকারী রেজিস্ট্রার গ্রেপ্তার কর্মবিরতি ও সমাবেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিস্ট্রার (এস্টেট) এবং ঢাকা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি মো. আবদুর রহমানকে গত সোমবার বিকেলে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশের দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে যানবাহনে অগ্নিসংযোগ ও পুড়িয়ে মানুষ হত্যার অভিযোগ রয়েছে। আদালতের নির্দেশেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তবে নিয়ম মেনে আবদুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়নি, এমন দাবি করে এর প্রতিবাদে এবং তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার দাবিতে গতকাল মঙ্গলবার কর্মবিরতি ও সমাবেশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তা সমিতি। এই কর্মসূচির প্রতি সংহতি প্রকাশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি।

আশুলিয়া থানা সূত্রে জানা গেছে, ২০১৩ সালের ৩ নভেম্বর রাতে সাভার সেনানিবাস এলাকায় ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে সিএনজিচালিত একটি অটোরিকশায় দুর্বৃত্তরা পেট্রলবোমা নিক্ষেপ করে। এতে অটোরিকশার যাত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ও চালক আসাদ মিয়া পুড়ে মারা যান। মোস্তাফিজুরের বাড়ি কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের পশ্চিম ভাঙাপাড়া গ্রামে। তিনি আশুলিয়ার একটি পোশাক কারখানার কর্মকর্তা ছিলেন। আসাদের বাড়ি পটুয়াখালীর বাউফলে। ওই ঘটনার পরদিন মোস্তাফিজুরের স্ত্রী বীণা সুলতানা আশুলিয়া থানায় মামলা করেন।

> পুলিশের দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে যানবাহনে অগ্নিসংযোগ ও পুড়িয়ে মানুষ হত্যার অভিযোগ রয়েছে। আদালতের নির্দেশেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে

মামলায় আবদুর রহমানসহ অর্ধশত ব্যক্তিকে আসামি করা হয়। তদন্ত শেষে আবদুর রহমানসহ ৩৫ জনকে অভিযুক্ত করে গত ৩০ এপ্রিল ঢাকার মুখ্য বিচারিক হাকিমের আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। এরপর আদালত থেকে তাঁদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই সোমবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বাইরে প্রান্তিক ফটক থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এদিকে আবদুর রহমানকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে এবং তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তা সমিতি গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে সকাল সাড়ে সাতটা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত কর্মবিরতি পালন ও সমাবেশ করে। সমিতির সভাপতি আবদুস সালাম মো. শরীফ *প্রথম আলোকে* বলেন, নিয়ম মেনে পুলিশ তাঁকে আটক করেনি। তাই তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার দাবিতে কর্মবিরতির কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি মো. খবির উদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মোহাম্মদ মাফরুহী সাত্তার বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের একজন আটক হওয়ায় সমিতির পক্ষ থেকে তাঁদের কর্মসূচির প্রতি সংহতি প্রকাশ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবু বকর সিদ্দিক বলেন, কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে কাজে ফিরে আসার জন্য তাঁদের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহসিনুল কাদির বলেন, আবদুর রহমানের নেতৃত্বেই ওই অটোরিকশায় পেট্রলবোমা হামলা চালানো হয়েছিল বলে তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। আদালতের নির্দেশেই তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বাইরে থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। আদালতের মাধ্যমে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।